



## 36950 - তাশরকিরে দিনিসমূহ

### প্রশ্ন

কোন কোন দিনগুলো তাশরকিরে দিনি? কোন সাধারণ দিনের উপর তাশরকিরে দিনিগুলোর বশিষে বশৈষ্টিয় কিকি?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

তাশরকিরে দিনিগুলো হচ্ছে- ১১ ই যলিহজ্জ, ১২ ই যলিহজ্জ ও ১৩ ই যলিহজ্জ। এ দিনিগুলোর ফযলিত সম্পর্কে অনেকে আয়াত ও হাদিস উদ্ধৃত হয়েছে, যমেন:

১। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর নরিদষ্টি কয়কেটি দিনি আল্লাহকে স্মরণ কর...”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] নরিদষ্টি দিনিগুলো হচ্ছে- তাশরকিরে দিনিগুলো। ইবনে উমর (রাঃ) এ তাফসীর করছেন এবং অধিকাংশ আলমে এ তাফসীরটি গ্রহণ করছেন।

২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “নশিচয় এ দিনিগুলো হচ্ছে- পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিনি।” তাশরকিরে দিনিগুলোতে আল্লাহর যিকিরি করার, আল্লাহকে স্মরণ করার কছি ধরণ রয়েছে; যমেন:

-ফরয নামাযেরে শষে তাকবীর দয়োর মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করা। জমহুর আলমেরে মতানুযায়ী, তাশরকিরে সর্বশষে দিনি পরযন্ত তাকবীর দয়ো শরযিতরে বধান।

-কোরবানীর পশু যবহে করার সময় ‘বসিমলিলাহ’ ও ‘আল্লাহু আকবার’ বলে আল্লাহকে স্মরণ করা। হাদীর পশু ও কোরবানীর পশু যবহে করার সময় তাশরকিরে সর্বশষে দিনি পরযন্ত সম্প্রসারতি।

-পানাহারেরে সময় আল্লাহকে স্মরণ করা। খাবার ও পানীয় গ্রহণেরে শুরুতে ‘বসিমলিলাহ’ বলা ও শষে ‘আলহামদুললিলাহ’ বলা শরযিতরে বধান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদিসি এসছে- “নশিচয় আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতী সন্তুষ্ট হন যখন সবে খাবার খয়ে আলহামদুললিলাহ বলে এবং পান করে আলহামদুললিলাহ বলে”[সহহি মুসলমি (২৭৩৪)]

-তাশরকিরে দিনিগুলোতে জমরাতে কংকর নকিষপে করার সময় তাকবীর উচ্চারণ করে আল্লাহকে স্মরণ করা। এটি হাজীদরে জন্য খাস।



-এ ছাড়াও রয়েছে সাধারণভাবে আল্লাহকে স্মরণ করা। তাশরকিরে দিনগুলোতে বেশি বেশি সাধারণ যকিরি করা মুস্তাহাব। উমর (রাঃ) মীনাতে তাঁর তবুতে 'তাকবীর' দতিনে। লোকেরো তাঁর তাকবীর শুনে নজিরোও তাকবীর দতি। এভাবে গোটো মীনা তাকবীরে তাকবীরে প্রকম্পতি হয়ে উঠত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতঃপর যখন তোমরা হজ্জেরে অনুষ্ঠানাদি সমাপ্ত করবে তখন আল্লাহকে এভাবে স্মরণ করবে যতোবে তোমরা তোমাদের পতি পুরুষদের স্মরণ করে থাক, অথবা তার চয়েওে অধিক। মানুষেরে মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতইে দনি'। আখরোতে তার জন্য কোনও অংশ নই। আর তাদরে মধ্যে যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দনি এবং আখরোতেও কল্যাণ দনি এবং আমাদেরকে আগুনরে শাস্তি থেকে রক্ষা করুন”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২০০-২০১]

সলফে সালহীনদের মতে, তাশরকিরে দিনগুলোতে অধিক দোয়া করা মুস্তাহাব।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে বাণী- “নশিচয় এ দিনগুলো হচ্ছ- পানাহার করা ও আল্লাহকে স্মরণ করার দনি।” এ বাণীতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈদরে দনিসমূহে পানাহার অব্যাহত থাকলে যকিরি-আযকার ও নকে আমল করার ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হবে। নয়োমতরে সর্বোত্তম কৃতজ্ঞতা হচ্ছ- প্রাপ্ত নয়োমতকে নকীর কাজে লাগানো।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবো উত্তম খাবার ভক্ষণরে ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার নরিদশে দিয়েছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহর নয়োমতকে আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে লাগায় সে আল্লাহর নয়োমতকে অস্বীকার করে; নয়োমতরে বদলায় কুফরী করে। এ নয়োমত তার থেকে ছনিয়ে নয়োয় উপযুক্ত। কবি বলেন:

“তুমি যে নয়োমতরে মধ্যে আছ সে নয়োমতরে কদর কর; কারণ পাপকাজ নয়োমতকে উঠিয়ে দেয়

অব্যাহতভাবে ইলাহরে শুরিয়া আদায় কর; কারণ ইলাহরে শুরিয়া বিপদাপদ দূর করে দেয়।”

৩। এই দিনগুলোতে রোযা রাখার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নষিধোজ্ঞা রয়েছে। “তোমরা এ দিনগুলোতে রোযা রেখে না। কারণ এ দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহর যকিরিরে দনি”[মুসনাদে আহমাদ (১০২৮৬), আলবানী 'সলিসলি সহহি' গ্রন্থে (৩৫৭৩) হাদিসটিকে 'সহহি' বলছেন] দেখুন: ইবনে রজব এর 'লাতায়ফুল মাআরফি' পৃষ্ঠা- ৫০০

হে আল্লাহ! আমাদেরকে নকেকাজ করার তাওফিক দনি, মৃত্যুর সময় আমাদেরকে অবচিল রাখুন। হে মহান দাতা! আপনার রহমত দিয়ে আমাদের প্রতি রহম করুন। সমস্ত প্রশংসা বশিবজাহানরে প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।